কালের কন্ঠ ০৫.০৪.১৭

রাজউকের প্রস্তাবিত প্রকল্প

সাধারণ মানুষের স্বার্থের সুরক্ষা দিন

সরকার জমি অধিগ্রহণ করবে—এমন খবরে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভারের কয়েক হাজার মানুষ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে। এখন রাজউক বলছে, প্রস্তাবিত 'কেরানীগঞ্জ মডেল টাউন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জনসাধারণের বাড়িঘর যাতে অধিগ্রহণ না করতে হয় সে লক্ষ্যে সমীক্ষা যাচাইয়ের কাজ করছে। এলাকাবাসীর আশঙ্কা, দুই উপজেলার ১৬টি মৌজার বসতভিটা ও কৃষিজমিসহ প্রায় পাঁচ হাজার একর জমি হুকুমদখল করা হবে। একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গণমাধ্যমকে বলেছেন, পরিকল্পিত প্রকল্প এলাকায় প্রায় চার হাজার পাকা-আধাপাকা বাড়িসহ বসতবাড়ির সংখ্যা হবে ১২ হাজারের মতো। সরকার প্রকল্পটি নিয়ে এগোলে কয়েক লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দেশে এমনিতেই কৃষিজমির পরিমাণ দ্রুত কমছে নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও জনসংখ্যার চাপে। বেপরোয়াভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ যে চলছে তার লাগাম টানতে কিছুদিন আগে একটি নিষেধাজ্ঞাও জারি হয়েছে। এখন থেকে গ্রামের একজন মানুষ নিজের জমিতেও যদি ঘর তুলতে চান, বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আগে দিতে হবে। কৃষিনির্ভর যেকোনো অর্থনীতির জন্যই দূরদর্শিতা আবশ্যক। বিষয়টির সঙ্গে কৃষকের জীবন-জীবিকাই শুধু নয়, সর্বসাধারণের চাহিদার বিষয়টিও জড়িত। আবাসন প্রকল্প করে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আবাসনব্যবস্থায় নতুন আরো সুবিধা যোগ করা হলে কোনো কোনো মহল নিঃসন্দেহে খুশি হবে; কিন্তু যাদের জমিতে প্রকল্পটি গড়ে উঠবে তাদের প্রাপ্তি কোথায়? জমির সঙ্গে কিছু মানুষ ঘরদোরও যদি হারায়, তা আরো দুঃখজনক হবে।

বংশপরম্পরায় কৃষক ছিলেন এমন অনেকে সরকারি অধিগ্রহণের ফাঁদে পড়ে ভূমিহীনও হয়ে পড়েন। তারানগর ইউনিয়নের কলমারচর গ্রামের ৯০ বছরের বৃদ্ধ আবদুল হাকিম সাংবাদিকদের বলেছেন, তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি মোট ৪৫ শতাংশ। ১০ শতাংশে টিনশেড ঘর, বাকি ৩৫ শতাংশে চাষবাস চলে। ভাকুর্তা গ্রামের বিধবা গৃহবধূ মিনারা বেগম বলেছেন, স্বামীর রেখে যাওয়া ৫২ শতাংশ জমির ফসলে সংসার চলে। এই দুজনের মতো এলাকার সবারই কথা, জমি হারালে তাঁদের আয়ের দ্বিতীয় পথ থাকবে না।

আমাদের জমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাটিও জনকল্যাণমুখী নয়। একটি দাম ধরে তাদের বাধ্য করা হয় জমি হস্তান্তরে, ক্ষতিপূরণও সহজে পাওয়া যায় না। ঘুষ দিলে তবেই মিলে অর্থ। ক্ষতিপূরণের অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ বা মেধা সাধারণ মানুষের থাকে না বলে অনেকে একসময় পথে বসে। এ দিকটিও নীতিনির্ধারকদের বিবেচনা করা দরকার।

আমাদের কৃষিজমি ও কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষা করতে হবে আগে। সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়, তাদের জীবন-জীবিকায় আঘাত আসে—এমন কিছু করা ঠিক হবে না।